লাভের মুখ দেখল সমবায়িকা, পাঁচতলা ভবনের প্রস্তাব

প্রাণপ্রতিম পাল

কোচবিহার, ১৩ জুন ঃ খরা কাটিয়ে লাভের মুখ দেখল কোচবিহার সমবায়িকা। এবার তাই আর পেছনে ফিরে তাকানো নয়। এই সাফল্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কোচবিহার সমবায়িকা এবার নিজেদের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। বুধবার সমবায়িকার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন কোচবিহার হোলসেল কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ভূষণ সিং সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শপিংমলের আদলে সমবায়িকার ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই অনলাইন পরিসেবার মাধ্যমে গ্রাহকরা সমবায়িকা থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। ভূষণবাবু বলেন, 'কম দামে ভালো জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সুনীতি রোডে সমবায়িকার দোতলায় প্রসাধনী কাউন্টার চালু করা হয়েছে। ওই কাউন্টারে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার প্রসাধনী সামগ্রী রয়েছে। সেখান থেকে সাধারণ মানুষ নিজেদের পছন্দমতো প্রসাধনী কিনতে পারছেন।' ভূষণবাবু জানিয়েছেন, পুরানো দিনের সমবায়িকা ভবন ভেঙে সেখানে পাঁচতলা ভবন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের কাছে। সেখানে জামাকাপড়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনা, খাতা-পেন, বাসনপত্র সবই থাকবে বলে ভূষণবাবু জানান। এদিনের সভার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আকারে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু হবে।

কোচবিহার সমবায়িকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে সমবায়িকার আয় হয়েছে ১২ লক্ষ ৩ হাজার ২৮১ টাকা। রাজ্য সরকারের অডিটে কোচবিহার সমবায়িকা 'এ' গ্রেড পেয়েছে। সমবায়ে কাজকর্মের স্বাচ্ছন্দ্য, হিসেবপত্র ও মানব কল্যাণে সমবায়ের ভূমিকার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে রাজ্যে সেরা হিসেবে কোচবিহার সমবায়িকা 'সমবায় রত্ন' পুরস্কার পায়। ২০১৭ সালে রাজ্যে দ্বিতীয় সেরা সমবায় হিসেবে পুরস্কৃত হয় এই সমবায়িকা।

এদিন বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সমবায়িকার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে সুনীতি রোডে সাত হাজার স্কোয়ার ফিটের কাউন্টারটি ছাড়াও মরাপোড়া চৌপথিতে প্রায় ২ হাজার ২০০ স্কোয়ার ফিটের আরেকটি কাউন্টার রয়েছে। প্রায় ৪১ জন কর্মচারী দুটি কাউন্টারে কাজ করছেন। মরাপোড়া চৌপথির দ্বিতল কাউন্টারটি অবশ্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

ভূষণবাবু বলেন, 'গ্রাহকরা বাড়িতে বসে অনলাইনের মাধ্যমে সমবায়িকার বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে পারবেন। শীঘ্রই আমরা এই পরিসেবা চালু করব।' জানা গিয়েছে, কোচবিহার সমবায়িকা সুফলা বাংলা প্রকল্প চালু করার জন্যও ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

এই সমবায়িকাকেই পাঁচতলা করার প্রস্তাব যাচ্ছে রাজ্যের কাছে। ছবি ঃ জয়দেব দাস

পুরানো দিনের সমবায়িকা ভবন ভেঙে সেখানে পাঁচতলা ভবন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের কাছে।

– ভূষণ সিং, *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

ফ্লেক্স ছেঁড়ায় উত্তেজনা

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ পেটলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে প্রধান সড়কের উপর নির্মিত স্বাগত তোরণ থেকে যুব তৃণমূলের ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল বুধবার। এনিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যুব তৃণমূলের আঞ্চলিক কর্মীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দিনহাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে নির্মিত শুভেচ্ছাসূচক তোরণ থেকে কে বা কারা মঙ্গলবার রাতে ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতা জাকিরিয়া হোসেন এ বিষয়ে জানান, ইদের শুভেচ্ছাবার্তার এই ফ্লেক্স ছিঁড়ে দলীয় নেত্রীকেই অপমান করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে আমরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ বুধবার দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হল দিনহাটা-১ ব্লকের গিতালদহে। গিতালদহ শান্তিকালী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় হাইস্কুল চত্বরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়, যুব তৃণমূলের জেলা সম্পাদক নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক উদয়ন গুহ সহ অন্যরা। আয়োজক কমিটির কনভেনার আবু আল আজাদ জানান, গিতালদহ-১,২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার দুস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে ইফতার পার্টিরও আয়োজন ছিল বলে জানা গিয়েছে।

পুণ্ডিবাড়ির খবর ঃ ইদ উপলক্ষ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় খাগড়াবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে। বুধবার খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে এলাকার কয়েকশো মানুষের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেন জেলাপরিষদ সদস্য পরিমল বর্মন, পঙ্কজ ঘোষ, বরুণ দত্ত, তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি পরেশ বর্মন প্রমুখ।

মিশ্র চাষের উদ্যোগ

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ জুন ঃ কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের কৃষি দপ্তর এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে জোয়ার আনতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের মরিচবাড়ি, খোলটা ও কোনামালিতে কৃষকদের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বিতরণ এবং নাগেশ্বরগুড়িতে আতমা প্রকল্প থেকে মেশিনে ধান রোপণের ওপর ৪০ জন চাষিকে নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করলেন ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা বিশ্বনাথ তালুকদার। এছাড়াও ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক নন্দন প্রামাণিক, ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার বিকাশ সাহা সহ টেকনোলজি ম্যানেজার অন্তরা ভট্টশালি জমিতে মেশিনের সাহায্যে ধান রোপণ করে চাষিদের প্রশিক্ষণ দিলেন।

কৃতী সংবর্ধনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ জুন ঃ বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাধ্যমিকে কৃতী ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল ঘোকসাডাঙ্গা ছাত্র সংঘ। ছাত্র সংঘের পক্ষে ভাস্কর বর্মন জানান, এদিন ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্লকের ১০ জন কৃতীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

কোচকে বরখাস্ত করা কি বিশ্বকাপে স্পেনের হঠকারী সিদ্ধান্ত ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

প্রায় প্রতি বছর রাজ্যে কোনো না কোনো নির্বাচন থাকার জন্যই কি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

বিজেপিতে নেতারা নিজেদের গুরুকে ছেঁটে ফেলেন। বাজপেয়ীজি, আদবানিজি, যশবন্ত সিংজি ও তাঁদের পরিবারকে হেনস্তা আসলে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখেন তার পরিচয় দেয়।

–রাহুল গান্ধি
(মুম্বইয়ে দলীয় কর্মীদের সভায়)

আবহাওয়া

১৩ জুনের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৬.৬	২৫.৬
শিলিগুড়ি	৩৩.৫	২৬.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.৭	২৬.৯
কোচবিহার	৩৩.৭	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৪	২৬.০
মালদা	৩৫.৩	২৬.৯
রায়গঞ্জ	৩৪.৭	২৬.৪
গ্যাংটক	২৩.৪	১৮.৪

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

মেখলিগঞ্জে সুতি নদীর এমনই হাল। ছবি ঃ গৌতম সরকার

মজে যাওয়া সুতি সংস্কার করতে চায় পুরসভা

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ মেখলিগঞ্জ শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সুতি নদী সংস্কার করতে উদ্যোগী হল পুরসভা। মজে যাওয়া নদীটি সংস্কারের পাশাপাশি নদীর দু-ধারে সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনাও পুরসভার রয়েছে। পুরসভা বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওই দপ্তর থেকেও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শীঘ্রই নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন মিঠু সিংহ সরকার বলেন, 'সুতি নদী সংস্কার মেখলিগঞ্জবাসীর অনেকদিনের দাবি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাস্তুকাররা ইতিমধ্যে এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা আশাবাদী।'

শহরবাসীরা জানান, সুতি নদীটি এখন অনেক জায়গায় বুজে গিয়েছে। নদীর বুকে কচুরিপানায় ভরে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মন্থর হয়েছে নদীর স্রোত। নদীর দু-পাড়ের অবস্থাও ভালো নয়। নদীর দু-ধারেই ঝোপজঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। নদীটি সঠিকভাবে সংস্কার হলে শহরের নিকাশি সমস্যাও মিটে যাবে বলে শহরবাসী মনে করছেন। খননকার্য চালিয়ে নদীটির নাব্যতা বাড়ালে শহরের তুলনায় নদীটি অপেক্ষাকৃত নীচু হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে সহজেই শহরের জল নদীতে গিয়ে পড়বে। গত বর্ষাতেও শহরের বেশিরভাগ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। অনেক জায়গায় কোমর অবধি জল দাঁড়িয়ে যায়। কোথাও কোথাও মানুষকে দুদিন জলবন্দি থাকতে হয়েছিল। তাই শহরের নিকাশি সমস্যা মেটাতে দীর্ঘদিন ধরেই সুতি নদী সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন মেখলিগঞ্জবাসী। সেবারের বর্ষার স্মৃতি এবারও উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে তাঁদের। তাই সুতি নদী সংস্কারে পুরসভা ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উদ্যোগী হওয়ায় আশার আলো দেখছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে নদীর দু-ধারে সৌন্দর্যায়ন হলে তা বাড়তি পাওনা বলে তাঁরা মনে করছেন। তবে সংস্কারকাজ করতে গিয়ে কারও যাতে অসুবিধা না হয়, সেই আবেদনও রেখেছেন তাঁরা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, নদী লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনার পরই পুরসভা এ কাজে হাত দেবে। সব ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে সংস্কারকাজ শুরু হতে পারে বলে পুরসভার একটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অত্যাচারে বাড়িছাড়া পাঁচ ভাই

নয়ারহাট, ১৩ জুন ঃ তাঁরাও একসময় তৃণমূল কংগ্রেস করতেন। কিন্তু এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁদের তৃণমূল প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন। এটা সহ্য হয়নি তৃণমূলের। পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন তৃণমূলের লোকজন বাড়ি বয়ে এসে তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁদের বাড়িছাড়াও করা হয়। প্রায় মাসখানেক ধরে বাড়িছাড়া থাকার পর দুদিন আগে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। ফের তৃণমূলের লোকজন বাড়িতে হামলা চালালে আবার বাড়িছাড়া হলেন পাঁচ ভাই। এই মর্মে স্থানীয় আটজন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে বুধবার বিকালে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেকেন্দার মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরশিমুলি এলাকার ঘটনা।

এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। উলটে শাসকদলের পালটা অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওই পাঁচ ভাই তাদের এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করেছে। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। সেই ভয়ে তারা নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। মাথাভাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিন মাথাভাঙ্গা কোর্ট চত্বরে দাঁড়িয়ে সেকেন্দার অভিযোগ করেন, 'আমরা পাঁচ ভাই এবং আমাদের পরিবারের সদস্যরা তৃণমূলের অত্যাচারের শিকার হয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমরা পাঁচ ভাই মিলে শাসকদলেরই কাজ করতাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী আমাদের পছন্দ হয়নি। তাই আমরা বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করি। শাসকদলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের এটা সহ্য হয়নি। ভোটের আগের দিন রাত্রে তৃণমূলের লোকজন আমাদের উপর আক্রমণ করে। ভীতি প্রদর্শন করে আমাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ফলে আমরা আর ভোটই দিতে পারিনি। স্ত্রী- সন্তানদের হাত ধরে আমরা এলাকা ছাড়া হই। প্রায় মাসখানেক বাইরে থাকার পর তৃণমূলের কেদারহাট অঞ্চল সভাপতি সুধীর বর্মনের কথামতো দুদিন আগে আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে আসামাত্রই ফের তৃণমূলের লোকজন আমাদের উপর চড়াও হয়। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসি। এবার আর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আসতে পারিনি। আমাদের না পেয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী-সন্তানেরা বাড়িতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এর ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কৃষিকাজেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

অভিযোগের ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে অন্যতম অভিযুক্ত তথা তৃণমূল নেতা রহমত আলি অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁর পালটা অভিযোগ, ওরাই বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজদৌলা নামে তৃণমূলের এক কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে। তাঁকে হাসপাতালেও ভরতি করা হয়। পুলিশে অভিযোগও দায়ের করা হয়। শাসকদলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সভাপতি সুধীর বর্মন বলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূলের বিরোধিতা করায় তারা নিজেরাই ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। তৃণমূলের কেউ তাদের বাড়িছাড়া করেনি।'

চ্যাংরাবান্ধার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ জুন ঃ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠালেন চ্যাংরাবান্ধার ৭৪ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুনির্মল গুহ। চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি তিনি বুধবার প্রচারপত্রের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো সমস্ত দাবির বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধাবাসীকে অবগত করেছেন। সুনির্মলবাবু নিজের চিঠিতে চ্যাংরাবান্ধা বাসস্ট্যান্ডে শৌচালয়ের দাবি তুলেছেন। চ্যাংরাবান্ধায় পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিসেবা ও শ্মশানঘাটের বেহাল দশার কথাও তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ২৩ দফা দাবিযুক্ত চিঠিতে সুনির্মলবাবু চ্যাংরাবান্ধা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ৪০ শয্যার গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছেন। চ্যাংরাবান্ধা হাট ও বাজারকে অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রিত বাজারে পরিণত করা ও চ্যাংরাবান্ধা বালিকা বিদ্যালয়ে আরও শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত চেকপোস্টকে ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ড পোর্ট হিসেবে গড়ে তোলা ও চেকপোস্টে কাঁচামাল পরীক্ষাগার স্থাপনের দাবি ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে। মহকুমাশাসকের দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট চিঠিটি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

বানারহাট, ১৩ জুন ঃ মোটরবাইকের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল মোটরবাইক আরোহীর। বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ পলাশবাড়ি চা বাগান এলাকার সার্ক রোডে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মোটরবাইক আরোহীর নাম পত্রার ওরাওঁ (৫২)। তিনি আমবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন। মোটরবাইকে সওয়ার অপর এক ব্যক্তি সামান্য আহত হন। দুর্ঘটনার পর বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ঘাতক লরিটি আটক করেছে।

উজ্জ্বল জার্মানি

প্রথম পাতার পর

তাই তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠল না। তাঁর দলের বোয়েতাং এবং গুনোগাড়কে নিয়ে যে বিতর্কটা পাকিয়ে উঠেছিল সেটাও হেলায় ডজ করে গেলেন, 'ক্লাব ওকে কেন খেলায়নি তা ওর ক্লাব জানে। তাছাড়া ও শপিং করতে গিয়েছিল কিনা বা কী করছিল তা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর চোট নেই এটুকু আমি জানি।' বিশ্বকাপ হচ্ছে অথচ এখানকার মানুষের তেমন তাপ-উত্তাপ নেই এমন প্রশ্নও বারবার উঠল এদিন। রাশিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির এই বিষয়টা অবশ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে লো বলে দিলেন, 'বল গড়াতে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। রাশিয়া-সৌদি আরব ম্যাচের পর দেখবেন বিশ্বকাপ যেমন হয় তেমনি চলছে।'

বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখে মুখে কোচ তাড়াবার ঘটনা প্রায় বিরল। আর এরকম কাণ্ডই ঘটিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। লোপেতেগুইয়ের এই বহিষ্কার অবশ্য চমকে দিয়েছে জার্মানি কোচকেও। লো-র মন্তব্য, 'এটা একেবারেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। নতুন যে কোচ হয়েছে সেই ফার্নান্দো হিয়েরো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিষয়টা ওদের একান্তই নিজস্ব। তবে এটুকু বলতে পারি লোপেতেগুই থাকুন বা না থাকুন স্পেন সবসময়ই ভয়ংকর।' একইভাবে এখনই ব্রাজিল নকআউট স্টেজে প্রতিপক্ষ হবে কিনা তা নিয়েও বাড়তি মাথাব্যথা নেই লো-র। স্পেন পারুক বা না পারুক চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির কাঠিন্য এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে আশাবাদী হওয়ার লোক বড়ো কম নেই। আর তার জন্যই তো বারবার বিশ্বকাপে চলে আসেন হেরমুট স্নেইডারের মতো মানুষ। যাকে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জার্সি তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন জোয়াকিম লো নিজেই।

প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিতে অন্য জেলার পথপ্রদর্শক হল কোচবিহার

দেওয়ানহাট, ১৩ জুন ঃ হালবলদ নির্ভর চাষ ছেড়ে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিকাজে জোর দিয়েছে বেশিরভাগ দেশ। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত কয়েকবছর ধরে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে নানাভাবে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের কৃষি দপ্তর। রাজ্যের সমস্ত জেলায় চাষবাসে সমানভাবে প্রযুক্তির বিস্তার ঘটেনি। তবে প্রান্তিক জেলা কোচবিহারের কাজের খতিয়ান যথেষ্ট উজ্জ্বল। রাজ্য কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বারবার এই জেলায় এসে কাজের প্রশংসা করেছেন। তাই এবার কোচবিহারকে সামনে রেখে রাজ্যের বেশকিছু জেলায় প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি বিস্তারে উদ্যোগী হল কৃষি দপ্তর। আগামী ২০ ও ২১ জুন উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলায় 'কোচবিহার কৃষিযান্ত্রীকরণ ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মডেল' নিয়ে হাজির হচ্ছেন কোচবিহার-১ ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় ও সাতমাইল সতীশ ক্লাব ও পাঠাগারের (ফার্মার্স ক্লাব) সম্পাদক অমল রায়। বেশ কয়েক বছর ধরে সম্পদ সংরক্ষণ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহারের কৃষিক্ষেত্রে বদল এসেছে। মূলত কোচবিহার-১ ব্লক থেকে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে চাষের খরচ কমে যাওয়ায় চাষিদের আয় আগের চেয়ে বেড়েছে। কৃষি দপ্তরের তরফে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক নতুন পেশার সৃষ্টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে জমির স্বাস্থ্যরক্ষাও। বর্তমানে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অংশে বিনা কর্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে ধান, ভুট্টা, পাট, গম প্রভৃতি শস্যের চাষ হচ্ছে। তা কৃষি দপ্তরের একটি বড়ো সাফল্য বলেই জেলার কৃষকমহল মনে করছে। কোচবিহার জেলায় প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হলেও অন্যান্য জেলায় এখনও যথেষ্ট কাজ বাকি রয়েছে। সেইজন্য কোচবিহার জেলাই কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারে অন্য জেলাগুলির পথপ্রদর্শক তথা মডেল হতে চলেছে।

কোচবিহার-১ ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় জানান, কোচবিহার জেলার সাফল্যের পিছনে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার জেলা কৃষি দপ্তরের ভূমিকা রয়েছে। আসন্ন আমন ধান চাষের মরশুমে উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলায় ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধান রোপণের সার্থক রূপায়ণে আমরা সাহায্য করছি। আমাদের তত্ত্বাবধানে সেখানে বীজতলা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেখানকার কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, '২০ ও ২১ জুন ওই দুই জেলায় কৃষি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিভিন্ন ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা, ফার্মার্স ক্লাবের কর্মকর্তা ও কৃষকদের উপস্থিতিতে আমরা হাতেকলমে ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধান রোপণের পদ্ধতি দেখাব।'

দুনিয়া কাঁপানো বত্রিশ দিন

প্রথম পাতার পর

আর যে গুন্ডারা ইউরোতে ঝামেলা বাধিয়েছিল, শুধু তারাই নয় আরও অনেক মার্কামারাদের আগে থেকে চিহ্নিত করার কাজটা শুরু হয়েছিল। ম্যাচ দেখতে গেলে যে ফ্যান আইডি লাগবে, তা বরাদ্দ হয়নি তাদের জন্য। ঝামেলা বাধালে হাজতবাস করতে হবে এই ভয়টা নরমে-গরমে ভালোমতোই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আর জেনিথ, সিএসকেএ, স্পার্টাকের মতো দলের খেলায় উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের বাগে আনার কাজটা ভালোমতোই করে থাকে পুলিশ। বিশ্বকাপের দূত ভিক্টোরিয়া লোপয়েরেভা বলছিলেন, 'এখানে দর্শকরা লড়াই করবেন বলে ফুটবল দেখতে আসেন না। ফুটবলের মাধ্যমে সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়বেন, সেটাকেই উপভোগ করতে, আনন্দে মাততে ও সুন্দর ফুটবল দেখার মানসিকতা নিয়েই রয়েছেন রুশরাও। বিশ্বের সবথেকে বড়ো মাপের ফুটবলাররা খেলতে নামবেন, আর মিলিয়ে নেবেন সবথেকে নিরাপদ বিশ্বকাপ উপহার দেবে রাশিয়া।'

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে চিন্তাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লেফট ব্যাক ড্যানি রোজ। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাদের রাশিয়ায় আসতে বারণ করে অনেকের শঙ্কা বাড়িয়েছিলেন তিনি। বর্ণবৈষম্যমূলক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেভাবে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে তেমনটা মোটেই নয়। গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলের ম্যাচে বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার জেরে ফিফা জরিমানা করেছিল রাশিয়াকে। এবারে বিশ্বকাপের সময়ে অপ্রীতিকর অবস্থা সামলাতে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকবেন গুপ্তচররা। পরিস্থিতি বেগতিক হলেই তারা পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। এতো গেল নিরাপত্তার বিষয়। রুশরা ঠিক কেমন, সেটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে অন্তত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণাঙ্গ হলেও পল পোগবা, ওসমান ডেম্বেলে বা সাদিও মানের গুণমুগ্ধের সংখ্যা কিন্তু কম নয় রুশ তরুণদের মধ্যে। বিদেশিদের আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। স্পার্টাক সমর্থকরা কুইন্সি প্রোমেসকে ঘরের ছেলের মতো আপন করে নিয়েছিলেন। সিএসকেএ-তে ভাগনার লাভ, কেইসুকে হোন্ডা এবং লোকোমোটিভের চলতি মরশুমের খেতাব জয়ের দুই নায়ক ম্যানুয়েল ফার্নান্ডেজ ও জেফারসন ফারফান যথেষ্টই সমর্থকদের মনের কাছে।

ভদকা খেয়ে আর বাহারি টুপি পরে ঘুরে বেরিয়ে দিনযাপনই রুশদের সবটা নয়। গতবছর কনফেডারেশনস কাপের সময়ে চিলি, মেক্সিকোর সমর্থকরা রুশদের সঙ্গে একত্রে মন খুলে আড্ডা মেরেছেন। দুই দেশের পতাকা গায়ে হাসিমুখে ভিনদেশি সমর্থকদের সঙ্গে ছবিতে ভরে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও আর্সেনাল সমর্থকরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন প্রতিবার। গত আটবছরে চারবার রাশিয়ায